প্রবহমান বাংলাচর্চা ৫

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

বাংলাচর্চার ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

সম্পাদনা
সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদনা সহযোগী
সুধাংশুকুমার সরকার
গৌতম দাস
স্বপনকুমার আশ
সুব্রত মণ্ডল
ধনেশ্বর দাস
প্রণব নস্কর
দেবায়ন চৌধুরী
জয় দাস
রিয়া ঢোল
শ্রুতিপর্ণা রায়
মানিকলাল সাহা
তনুশ্রী মিশ্র

বিশেষজ্ঞ কমিটি
বরুণকুমার চক্রবর্তী
পিনাকেশ সরকার
সত্যবতী গিরি
সুমিতা চক্রবর্তী
প্রিয়ব্রত ঘোষাল

প্রবহমান বাংলাচর্চা

বারুইপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৪

PRABAHAMAN BANGLACHARCHA 5
A Collection of Peer-Reviewed Research Articles
presented in the 6th International Seminar at
Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur.

First Imprint : 25th September, 2021

ISBN : 978-93-5493-862-7

© PRABAHAMAN BANGLACHARCHA

Rs. 700/-

Published by 'Prabahaman Banglacharcha'
Beharapara, Baruipur, Kolkatta – 700144
Website : kolpbc@blogspot.com
E-Mail : kolpbc@gmail.com

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৫

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন
রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, নরেন্দ্রপুর-এ আয়োজিত
'প্রবহমান বাংলাচর্চা'র ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

মুদ্রণ : শরৎ ইমপ্রেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
১৮/বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কল – ৭৩

মূল্য : ৭০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

গত দেড় বছর ধরে আমরা এক অদ্ভুত বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে চলেছি। প্রাণঘাতী করোনা অতিমারির প্রভাব আজ গোটা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এতে থমকে গিয়েছে আমাদের চিরাভ্যস্ত প্রাত্যহিক জীবনযাপন, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমোদ-প্রমোদ... সবকিছু। এই অতিমারির মধ্যে আমরা অনেকটা রয়েছি কুঁকড়ে, আতঙ্কিত এক মন ও বিপন্ন চেতনা নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে 'প্রবহমান বাংলাচর্চা'-ও পড়েছে তার অস্তিত্বের সংকটে। গত বছর জানুয়ারিতে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৫ম আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তার সামনে বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেমিনারের চিরাচরিত রীতিপদ্ধতি করোনা চোখ রাঙানিতে প্রায় অবসিত হয়ে গিয়ে চালু হয়েছিল অনলাইন-নির্ভর ওয়েবিনার। তাতে সুবিধে আছে যেমন অসুবিধেও কম নেই। সেমিনারের প্রত্যক্ষদর্শন ও লোকসমাগমের যে আনন্দ ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতার সুখ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা কোথায়! তবুও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে ওয়েবিনারই সবার ভরসাস্থল হয়ে উঠেছিল। একসময় সেটাই হয়ে উঠল দস্তুর, আর তাতে যেন আলোচনাচক্রের প্লাবন বয়ে গেল। 'প্রবহমান বাংলাচর্চা'ও একদা গা ভাসিয়েছিল সেই প্লাবিত জোয়ারে। তারপর একসময় সেই ঢেউও স্তিমিত হয়ে এল। যার ফলশ্রুতি এবারের মিশ্র পদ্ধতির সেমিনার কাম ওয়েবিনার।

এবারের ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বসতে চলেছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম সেরা বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান। তাঁদের এই সহযোগিতায় আমরা মুগ্ধ, আপ্লুত। এই অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও আমরা নির্বাচন করে নিয়েছি কেন্দ্রীয় একটি বিষয় যার শিরোনাম 'শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়'। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক, দক্ষ সাহিত্যিক, সুনিপুণ চিত্রশিল্পী ও তুখোড় পত্রিকা সম্পাদক সত্যজিৎ রায় বাঙালির এক গর্ব। তাঁর গোয়েন্দা সাহিত্য, কল্পবিজ্ঞান ও কিশোর সাহিত্য আজও সব বয়সের বাঙালিকে মাতিয়ে রাখে। তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৩ সালে যে 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলেন, পিতা সুকুমারের হাত ঘুরে পরে তার সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হল সত্যজিতের হাতে। তখন আবার নতুন করে সেজে ওঠে শিশু-কিশোর এই পত্রিকা। এমন

তাঁদেরকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকা কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এত বড়ো গ্রন্থটিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশোপযোগী করে তুললেন তাঁদের প্রতি সম্পাদকের তরফে অসীম কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। 'প্রবহমান বাংলাচর্চা' এবার ছ'বছরে পড়ল। তাকে আরো অনেক পথ হাঁটতে হবে। যেতে হবে হয়তো অনেক কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সব প্রতিকূলতাই দূর হয়ে যাবে যদি আমরা সংগঠনটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আন্তরিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সেই ভালোবাসা, আন্তরিকতা, দায়বদ্ধতা দেখেছি বলেই সাহস হচ্ছে একথা বলতে :

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ।।

৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১
শিক্ষক-দিবস

সম্পাদক
প্রবহমান বাংলাচর্চা

সূচিপত্র

মধ্যযুগ

মধ্যযুগের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৯
দোয়েল দে
মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অভিনবত্ব ২৯
জয় সরকার
দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'কপিলামঙ্গল' কাব্য ও 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কপিলার প্রসঙ্গ ৩৮
মিতালী বিশ্বাস
মুসলিম কবি রচিত বৈষ্ণব পদে সম্প্রীতির সুর ৪৮
রবিউল আলম
প্রাক্-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক অনুষঙ্গে
রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন ৫৭
নিরু বর্মণ
মহারাষ্ট্রপুরাণকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ৬৪
মৃণালকান্তি রায়
ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন : বাল্মিকী ও কেনারাম ৭৪
বেণীমাধব দাস বৈরাগ্য
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা ও বিনির্মাণ : প্রেক্ষিত রবীন্দ্রসাহিত্য ৮৮
গৌতম দাস
বর্তমান সময়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাসঙ্গিকতা ৯৯
রিয়া চ্যাটার্জী
বিশ শতকে বাংলা পুথিচর্চার ধারা : প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব ১১০
শুভাশিষ গায়েন

কাব্য-কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় চিন্তাবিভূতি : একটি আলোচনা ১১৯
অমিত কুমার বর্মন
পাঁচের দশকের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় প্রেম-ভাবনা ১২৭
দেবার্ক মণ্ডল

'সংসারে সন্ন্যাসী লোকটা' ও কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৩৩
সুভাষ মণ্ডল
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্বকীয়গতি ১৪৪
দেবাশিষ ঘোষ
জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার : প্রসঙ্গ প্রমুখন তত্ত্ব ১৬০
দীপঙ্কর দেবনাথ
আবহমান বাংলা কবিতায় মধ্যযুগ ও কবি মণীন্দ্র গুপ্ত ১৬৮
মধুপর্ণা মুখার্জি
কাব্যভুবন : কবি উত্তম দাশ ১৭৬
দেবদাস গয়েন
অচেনা কবিতা সিংহ : ভিন্ন স্বাদের কবিতা ১৮৬
সহেলী সামন্ত
আধুনিক কবিতার পালাবদলের গতি প্রকৃতিতে সোনালী অনুভবী
জীবনানন্দ দাশের শেষ পর্যায়ের কাব্যসম্ভার ১৯৫
তিতলী ব্যানার্জী
নির্বাচিত বাংলা কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবন শিক্ষা ও নারী ২০৪
জয়শ্রী রায়
কাব্যে কলকাতা ২১১
টুনু বেরা
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি নিঃসঙ্গতাবোধ ও
দুই কবির কবিতা-ভাবনা ২১৭
শ্রুতিপর্ণা রায়
অরুণেশ ঘোষের কবিতা ভুবন ২২৬
জয় দাস
বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় দুই নারী কবির কলমে সমসাময়িক সমাজ চেতনার
প্রকাশ : অনুরাধা মহাপাত্র এবং চৈতালি চট্টোপাধ্যায় ২৩১
পারমিতা ব্যানার্জী (সিনহা)
উত্তরের কবি গৌতম গুহ রায় : কাব্যের ভুবন ২৩৯
সুতীর্থা সরকার

নাটক ও নাট্যমঞ্চ

জমিদারি ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বয়ান :
প্রসঙ্গ মীর মশার্রাফ হোসেনের "জমীদার দর্পণ" ২৪৮
দীপঙ্কর সাহা
নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এবং গণনাট্য সংঘ ২৫৬
অর্পণ দাস
মন্বন্তর, নিঃসঙ্গতা ও একটি বাংলা নাটক ২৬৪
গিনি ভট্টাচার্য্য
'লোক-পুরাণ' মনসামঙ্গলের নবনিরীক্ষণ :
নির্বাচিত বাংলা নাটকচর্চার প্রেক্ষিত (১৯০০-১৯৯৯) ২৭৪
সৃজন দে সরকার
বিংশ শতকে সত্তরের দশকে বাংলা থিয়েটারের গতি প্রকৃতি ২৮৮
শেখর রায়
বাদল সরকার : থার্ড থিয়েটারের নাটকে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ (১৯৭০-১৯৮০) ৩০৬
অমর ভাণ্ডারী
নির্বাচিত বাংলা একাঙ্ক নাটক : প্রসঙ্গ আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে প্রতিবাদী ভাবনা ৩১৫
বিপ্লব কুমার দে
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দুটি নাটকে বিশ্বায়ন ৩২৭
সোমাঞ্জন মণ্ডল

উপন্যাস

আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে আখ্যানের সময়-বিন্যাস ও রবীন্দ্র-উপন্যাস 'গোরা' ৩৩৭
প্রান্তি চক্রবর্তী
শ্রীকান্ত (১ম পর্ব) উপন্যাসে সমাজচ্যুত নারী ৩৪৭
সেখ একরামুল হোসেন
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বর্ণবিভাজন :
প্রসঙ্গ ইছামতী ও আরণ্যক ৩৫৬
নবনীতা বৈদ্য
উপন্যাস ও চলচ্চিত্র দুই আঙ্গিকে 'পথের পাঁচালী' ৩৬৪
তৃষা মণ্ডল
তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাস : এক মনু যুগ পেরিয়ে আরেক মনু যুগে ৩৭২
চিত্রা সরকার
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'পাঞ্চজন্য' উপন্যাসে ভারতকথার নবনির্মাণ ৩৮৬
মধুমিতা রক্ষিত
বাংলা কারা সাহিত্যে রানী চন্দের— 'জেনানা ফাটক' ৩৯৪
দিলীপ মণ্ডল
জীবনানন্দের উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষ ৪০৭
অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : প্রসঙ্গ ইতিহাস ৪১৫
আলিপনুর আহমেদ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথাসাহিত্যে ভূমিলগ্ন মানুষের
নৈসর্গিক স্বাধীনতার স্বরূপ সন্ধান ৪২৪
মিঠু নস্কর
মনোজ বসুর 'সৈনিক' উপন্যাসের স্বদেশপ্রেমী সৈনিক পান্নালাল ৪৪০
সঞ্জীত বর্মন
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'এই আকাশের নীচে' : বন্দিনীর মুক্তির আকাশ সন্ধান ৪৪৮
আকাশলীনা ঢোল
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (নির্বাচিত) উপন্যাসে নারী পরিসর ৪৫৫
সাথী ত্রিপাঠী
সত্যজিৎ রায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে ইতিহাসের প্রভাব ৪৬৪
সুধৃতি রায়
কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র ৪৭০
সুলতা হালদার
শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসে প্রতিফলিত উদ্বাস্তু জীবন :
"দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি" ৪৭৮
পায়েল সরকার
বৈচিত্রের আলোকে তিলোত্তমা মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাসে সমাজভাবনা ৪৮৭
সঞ্চয় মণ্ডল
জীবিকা-সংকট প্রসঙ্গ : সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' ৪৯৬
সুখেন মণ্ডল
সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে পুরুলিয়ার লোকজ সংস্কৃতি ৫০২
অরূপ পলমল
'ধনপতির সিংহলযাত্রা' উপন্যাসে বাঙালি সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট ৫১২
ব্রততী দাস
মনোরঞ্জন ব্যাপারীর উপন্যাস : আধিপত্যবাদবিরোধী দলিত-আমির বহুস্বর ৫২০
গণেশ যোদ্দার
কিংবদন্তি : প্রেক্ষিত বাংলা কথাসাহিত্যের নির্বাচিত উপন্যাস ৫২৮
তনুশ্রী মিশ্র

ছোটোগল্প

তেলেনাপোতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্রের অনন্য সৃষ্টি ৫৩৬
সঞ্চিতা হাজরা
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমিস্ট্রেস' :
উপার্জনশীল নারী বনাম পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ৫৪৫
কাজী মাসুদা খাতুন
মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট : মতি নন্দীর ছোটগল্প ৫৫৪
পাপিয়া দেবনাথ
বিপ্লবী রাজমোহনের বিনির্মাণ : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় থেকে রবিশংকর বল ৫৬২
লাল্টু মাইতি
আফসার আমেদের ছোটোগল্পে পরকীয়া ৫৭০
অর্পিতা মণ্ডল
আফসার আমেদের নির্বাচিত গল্পে অর্থনৈতিক ক্রূর নিয়তির অভিঘাত ৫৭৮
সামিম হোসেন খান
আফসার আমেদের নির্বাচিত ছোটগল্প :
গ্রামীণ সংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের মেলবন্ধন ৫৮৬
সঞ্জয় রায়
রূপকথায় আধুনিকতা ও সত্যজিতের গল্প ৫৯৫
স্বরূপ দত্ত
তারিণী খুড়োর গপ্‌পো ৬০৩
স্বপন কুমার আশ
শওকত আলীর নির্বাচিত গল্প : মানবজীবনে সময়ের অভিঘাত ৬১৬
মানিকলাল সাহা
পনেরো টাকার বউ : মধ্যবিত্ত জীবনের নৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র ৬২৪
কল্পনা রায়
দুটি কাহিনি (একটি গল্প অন্যটি কিস্সা) : চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ৬৩২
হাসনারা খাতুন
শচীন দাশের ছোটগল্পে ছিটমহলের প্রান্তিক জনজীবন : একটি অনুসন্ধান ৬৪০
জহিরুল রহমান মণ্ডল
সাধন চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প :
শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সংযুক্তি ও বিযুক্তি ৬৪৮
গোবিন্দ রায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ৬৫৫
জয়ন্তী দেউরী
বাণী বসুর ছোটগল্প : মধ্যবিত্তের জীবন আলেখ্য ৬৬৪
শান্তি দাস
মধ্যবিত্ত সমাজভাবনায় রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ৬৭৩
কানাই হালদার

অরুণেশ ঘোষের ছোটগল্পে নির্দিষ্ট পল্লীর জীবন :
একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন ৬৮১
রাব্বীনূর আলী
নলিনী বেরার গল্পে গ্রামীণ সমাজ ৬৯০
সুশান্ত বেরা
নলিনী বেরার 'ভূতজ্যোৎস্না' গল্পে প্রান্তিক মানুষ ৬৯৭
জাহানারা খাতুন

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় বন্দনারীতির বৈশিষ্ট্য ৭০৪
গোবিন্দ বর্মন
ছড়ার দর্পণে নারীমনের প্রতিবিম্ব ৭১৫
শিখা ঘোষ
সুন্দরবনের লোককথা ৭২৭
শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণ দিনাজপুরের পঞ্চরসে আলকাপ ৭৩৮
মাম্পি সরকার
উত্তরবঙ্গের নসাশেখ মুসলিম সমাজের লোকাচার ও লোকসংস্কার ৭৪৬
রুনা লায়লা
গুসকরার রটন্তী কালী মেলা : ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক একটি পর্যালোচন ৭৫৬
অর্ঘ্য ব্যানার্জী
ভুকথা ও ক্ষ্যাপার গানের অনালোচিত অধ্যায় ৭৬৪
দীনেশ রায়
বাংলা লৌকিক ছড়া, প্রবাদ এবং বাউল ফকির লোকসংগীতে
ইতিহাসের প্রতিফলন ৭৭১
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
উত্তরবঙ্গের ওঁরাও সমাজের ভাষা ৭৭৮
আলম সরকার
উত্তর দিনাজপুর জেলার নারীদের ভাষা : একটি সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৭৯৪
দিপা দাস
আলিপুরদুয়ার জেলার স্থাননাম : একটি সমীক্ষা ৮০৩
ফটিক বর্মণ

বিবিধ

'বাংলা গদ্যের বিকাশ : দিগ্‌দর্শন পত্রিকা' ৮১৫
সঞ্জয় প্রামাণিক
'মুসলমানি বাংলা প্রাইমার' : আত্মসত্তা (বি)নির্মাণ ৮২৪
রাকিব
ছোটোদের অবনঠাকুর : কালে কালোত্তরে ৮৩৩
শতাব্দী সিকদার
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের স্মৃতিপটে শিক্ষার জগৎ ও
সমকালীন সমাজ ৮৪১
কনকলতা সাহা
প্রাবন্ধিক গোপাল হালদারের দৃষ্টিতে উপনিবেশ-পরবর্তী
বাঙালি সংস্কৃতি ৮৫১
বাপ্পী বর্মন
বিভা চৌধুরী : এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ৮৫৮
টিনা বসু
অভীক সরকারের 'ইনকুইজিশন' :
তন্ত্রসাধনা, ধর্ম ও মানবতার দ্বৈরথ ৮৬৭
শ্রীজিতা বসু
ইকোফেমিনিজম ৮৭৯
লক্ষ্মী সাহা
পরিবেশপ্রেমী সুন্দরলাল বহুগুণা ৮৮৬
শিপ্রা বিশ্বাস
কাব্যে উপেক্ষিত : রাজন্যশাসিত কোচবিহারের সাহিত্য ৮৯৩
দেবায়ন চৌধুরী
বিভাগ-পূর্ব বাংলায় আধুনিকতার অন্বেষণে
বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের অবদান ৯০০
সৌমিত্র কুমার সিন্‌হা
প্রাত্যহিক জীবনে রসাস্বাদনে রসায়ন ৯১০
সায়ন্বিতা পাঁজা
'দেশ' পত্রিকার বিজ্ঞাপনের নিরিখে বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান ৯২২
রূপশ্রী ঘোষ

গবেষক পরিচিতি ৯৩২

দুটি কাহিনি (একটি গল্প অন্যটি কিস্‌সা) : চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব

হাসনারা খাতুন

বাস্তবের মানুষ সততই সীমাবদ্ধতার গণ্ডীতে বসবাস করে। সামাজিক নিয়ম-নীতি, ধর্মের ঘেরাটোপ, রাজনৈতিক 'প্রটোকলে'র সীমারেখা তাকে নিরন্তর পরিচালিত করে। কিন্তু মানুষের মন বড়ই অবাধ্য। সে যাবতীয় গণ্ডীকে পেরোতে চায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অপারগ। তার ইচ্ছাগুলো মনের গহীনে অবস্থান ক'রে তাড়নার বেগ সৃষ্টি করে। সেই বেগ হানা দেয় কখনও বা স্বপ্নের জগতে। বাস্তবের চাওয়ার এই স্বপ্ন মানুষকে কখনও কখনও জীবনের লক্ষে পৌঁছে দেয়। সেই স্বপ্ন আসলে জীবনের স্বপ্ন, বাস্তবিক চাওয়ার বাস্তবায়নের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন মানুষকে নিরন্তর শক্তি যুগিয়ে যায়। কিন্তু রাতের ছদ্মবেশী স্বপ্নের 'হকিকত' আলাদা। চেতন মনের 'আনসেন্সরড' চরিত্র-ঘটনাগুলি যখন স্বপ্নের জগতে হানা দেয়, তখন বাস্তব মানুষের গহীন মন নিয়ন্ত্রণের জাদুকাঠি নিয়ে বসে থাকে। মনের সেই গহীন জগৎ অর্থাৎ অবচেতনের সুবিশাল পরিধি চেতনের ওপর দু-এক টুকরো খণ্ড ছুঁড়ে দেয়। বাস্তব মানুষ স্বপ্ন জাগরণের পর ধন্দে পড়ে যায়, কখনও বা গ্লানি ভারাক্রান্ত। আমাদের আলোচ্য দুটি কাহিনি চেতন-অবচেতনের সেই দ্বন্দ্বের আসরে হাজির হবে। বিশ শতকের শুরু থেকেই সাহিত্যে মানুষের অবচেতন জগতের নানা কার্যকলাপের ইতিবৃত্ত হাজির হয়েছে। আমাদের আলোচনায় এরকমই দুটি কাহিনি নির্বাচন করা হয়েছে। বিশ শতকের দুই প্রান্তে, দুটি ভিন্ন ভাষায় লেখা এই দুটি কাহিনি হল – সাজ্জাদ জাহিরের (১৮৯৯-১৯৭৩) লেখা Heaven Assured, (১৯৩২)[১], এবং আফসার আমেদের (১৯৫৯-২০১৮) লেখা 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫)[২]। দুটি কাহিনিতেই মুসলমান সমাজের কথা, ধর্মবিশ্বাসের কথা উঠে এসেছে। সেই দিক থেকে ভিন্ন পরিসরের দুটি কাহিনির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও, এখানে চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব এবং স্বপ্নের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের এবং ধর্মচর্চার শুষ্ক পরিসরটি উঠে এসেছে। আমাদের আলোচনা সেই দিকটিকেই প্রাধান্য দেবে। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে মানুষের মনের যাবতীয় অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকটি আলোচনায় আনা হবে।

এক্ষেত্রে বিশ শতকের অন্যতম মনোবিশ্লেষক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিকলন তত্ত্ব এবং স্বপ্নতত্ত্বের বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় সেরে নেব। বর্তমান সমালোচকদের মধ্যে ফ্রয়েডের তত্ত্বের ইতিবৃত্ত অতিপরিচিত। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান নিবন্ধকারের ধৃষ্টতা মাত্র। এখানে শুধুমাত্র আলোচনার প্রয়োজনে ফ্রয়েডের কিছু সূত্র তুলে ধরা হবে।

চেতন অবচেতন মনের নানা জটিলতা নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব এবং বিশ্লেষণের দ্বারস্থ হতে হয়। বিশ শতকের সূচনালগ্নে মনোবিজ্ঞানের জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন অস্ট্রিয়ার অধিবাসী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। তাঁর জার্মান ভাষায় লেখা 'Der Dichter und das Phantasieren' (1899), যার ইংরেজি অনুবাদ 'Interpretation of Dreams' গ্রন্থটি মানুষের যাবতীয় আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করে। ফ্রয়েড জানাচ্ছেন, মানুষের সামূহিক কাজকর্ম বা আচার-আচরণের ব্যাখ্যা, অনেক সময় আপাতদৃষ্ট হয় না। কিন্তু মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা থাকা অনিবার্য। তাঁর মতে, স্বপ্ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফ্রয়েডের কাছে স্বপ্ন হল মানুষের আচরণের ব্যাখ্যার চাবি। তিনি আরও জানাচ্ছেন, পৃথিবীর কোনো স্বপ্নেরই কোনো সার্বজনীন অর্থ নেই। স্বপ্ন হল individual sign system। স্বপ্নের হাল-হকিকতের তদবির করতে গিয়ে ফ্রয়েড, মানুষের মন দুটি অংশের কথা বলেছেন। (ক) Conscious mind বা চেতন মন অর্থাৎ মনের যে অংশের আচরণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। Unconscious mind বা অবচেতন মন অর্থাৎ মনের একটা ব্যাপক অংশ, যা লুকিয়ে থাকে, যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না বা যার ব্যাখ্যা থাকে লুকোনো। ফ্রয়েড পরে অবশ্য অন্য একটি স্তরের কথা বলেন, preconscious বা অর্ধচেতন মন, যা চেতন ও অবচেতন মনের মাঝে ছোট্ট অংশ জুড়ে অবস্থান করে। জাগতিক জীবনের সমস্ত চাওয়া বা ইচ্ছা অবচেতন মনে জমা থাকে। সমাজ বা পরিস্থিতি অনুমোদিত ইচ্ছাগুলোই চেতন মনে স্থান পায়। এক্ষেত্রে প্রহরীর কাজ করে অর্ধচেতন মন। তবে কথার মাঝে slip হলে, লুকানো intention বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতনভাবে ঘটে। এমনকি যিনি slip করেন তিনিও বিশ্বাস করেন যে ওটা বলতে চাইছিলেন না। ফ্রয়েড বলবেন, মানুষের মনের এমন একটা অংশ আছে, যার দ্বারা কখনও কখনও মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ হয়। সচেতন মনকে না জানিয়েই। এক্ষেত্রে Unconscious mind-এর প্রশস্ত ব্যাখ্যা দেয় স্বপ্ন। মনের প্রহরী অর্থাৎ অর্ধচেতন মনকে ধোঁকা দিয়ে ছদ্মবেশে অবচেতন মনের ইচ্ছাগুলো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। বেশিরভাগ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের সচেতন মন খুঁজে পায় না। স্বপ্ন যদি মনে থাকে তাহলে সচেতন মন সেই সম্পর্কে সচেতন

হয়ে পড়তে পারে। এবং তাতে নিজের সম্পর্কে গ্লানিবোধ তৈরি হতে পারে। তাই ফ্রয়েড তিনটি ধাপের কথা বলেন, স্বপ্ন দেখতেই হবে, স্বপ্ন দেখে তা ভুলে যেতে হবে এবং তা যদি না হয়, তাহলে স্বপ্ন এত জটিল হতে শুরু করবে যে তার তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না। একই স্বপ্ন বারবার দেখলে বুঝতে হবে, এমন কোন deep desire তৈরি হয়েছে, যা স্বপ্ন দেখেও released হচ্ছে না। মানুষ যদি একবার কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে ফেলে তবে তা না মেটা পর্যন্ত unconscious-এ থেকে যায়।

বিশ শতকের শুরু থেকেই ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ব্যাপক প্রসার এবং আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে সাহিত্যের অন্দরেও মনের অবচেতনের গাঢ় অন্ধকারময় জগৎটিকে তুলে আনা হয়। সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় ভাবনার প্রয়োগের ইতিবৃত্ত প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচনায় দুটি Text-এর বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাবে। ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা দুটি Text, সাজ্জাদ জাহিরের লেখা 'Heaven assured' গল্প এবং আফসার আমেদের লেখা 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫) এই কাহিনি দুটির চরিত্রদের চেতন ও অবচেতন মনের সংকট কীভাবে দ্বন্দ্বের আকার নিয়েছে, তা আলোচনা করা হয়েছে।

সাজ্জাদ জাহিরের (১৮৯৯-১৯৭৩) লেখা 'Jannat ki Bashrerat' গল্পের ইংরেজি তরজমা 'Heaven assured'। লক্ষ্ণৌ-এর প্রেক্ষাপটে লেখা এই গল্পটি আমাদের আলোচনার একটি Text। ধর্ম বিশ্বাসের ভিতর আপাত সংযমের অন্তরালে অবচেতন মনে পোষিত অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। এই লক্ষ্ণৌ-এর বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ্ব মৌলবি দাউদ সাহেব আট সন্তানের পিতা, বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করেন। ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু যুবতী স্ত্রীর প্রতি তাঁর কোন অনুভূতি ছিল না। পারলৌকিক প্রাপ্তির আশায় বিভোর এই ব্যক্তি মনে করেন, ইহলৌকিক ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই আসবে জান্নাতের সুমধুর সমাহার। সেই আশাতেই তিনি সারারাত জেগে উপাসনা করেন, গ্রীষ্মের দাবদাহে একমাস রোজা রাখেন। কিন্তু স্ত্রী-সংসর্গ থেকে বাইরেই থাকেন। দাউদ সাহেব সবেকদরের দিন (আরবি মাস রমজান-এর সাতাশ তারিখ) সারারাত ধরে ইবাদাত তথা উপাসনায় মগ্ন থাকেন। বয়সজনিত কারণে রাত্রি শেষের ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত স্বামীকে দেখে স্ত্রী বিশ্রামের কথা বললে, মৌলবি দাউদ রেগে যান। তাঁর সামনে ভেসে ওঠে আদম-ইভের কাল্পনিক চিত্র। যে আদম ইভের প্ররোচনায় স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, পুরাণকথার সেই প্রসঙ্গকে মনে করে তিনি স্ত্রীর প্রস্তাবকে সরিয়ে দেন। একসময় ঘুমের মধ্যে নিজের মৃত্যুর স্বপ্ন

দেখেন। সেই স্বপ্নে তিনি জান্নাতের স্পর্শ পান। চিরবসন্তের সেই জগতে কামোন্মাদনার আবেদন পূরণ করতে হাজির সাতজন 'হুর' (স্বর্গের নারী, যাঁরা পুণ্যবাণ ব্যক্তিদের সেবায় নিয়োজিত হবেন)। সম্পূর্ণ উলঙ্গ সেই নারীদেহকে স্পর্শের আবেদন নিয়ে তিনি এগিয়ে যান এবং একজন 'হুর'কে আলিঙ্গন করে চুম্বন করার মুহূর্তেই হাসির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্নও। জাগরণ অবস্থায় দেখেন, নামাজের আসনেই তিনি কোরান শরীফকে বুকে জড়িয়ে কামোন্মাদনায় চুম্বন করছেন। এই দৃশ্য দেখে তাঁর স্ত্রী হাসছিলেন বলেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায় এবং তাঁকে অপ্রস্তুতে পড়ে যেতে হয়।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় কাহিনিটি একটি কিস্‌সা। আফসার আমেদ রচিত, ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা'। এটি আফসার আমেদের কিস্‌সা সিরিজের প্রথম কিস্‌সা। মোট একুশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কিস্‌সা, আসলে একটি সামাজিক দলিল। কিস্‌সার প্রধান চরিত্র জাহান, দাম্পত্য অশান্তি এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে পিত্রালয়ে চলে যায়। বিরহজনিত দুঃখে জাহান ও তার স্বামী নাসিম দুজনেই ভারাক্রান্ত হলেও, নাসিমের শরীর ও মনের কামনা স্বপ্নের জগতে হানা দেয়। প্রতি রাতে সে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সঙ্গমরত সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে স্ত্রীর কাছেও যেতে পারে না। ধীরে ধীরে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। দূর সম্পর্কিত এক যুবতী দাদি তাকে প্রলোভনে ফেলে দেয়। অনৈতিক জেনেও, নাসিম সেই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী বিচ্ছেদজনিত অবদমিত কামনা তার স্বপ্নে হাজির হলে, বাস্তবের জগতে যুবতি দাদি হুসনাআরার দৈহিক আবেদনকে এড়াতে পারেনি। হুসনাআরার বৃদ্ধ স্বামী, তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারে না। রাতের অন্ধকারে তাই সে হাজির হয় নাসিমের বিছানায়। আর অন্যদিকে নাসিমের মধ্যেও আপাত প্রত্যাখ্যানের অন্তরালে উপভোগের বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে চেতন মনে জাহানের প্রতি একাগ্রতা দেখালেও, হুসনাআরাকে রোজ রাতেই ঘরে নিয়ে আসে। হুসনাআরার কামনাসুলভ অভিব্যক্তি উপভোগ করে। অন্যদিকে লোকমুখে নাসিম ও জাহানের তালাকের ঘটনা রটে গেলে নাসিম বিরহে, দুঃখে পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করে। জাহানকে তালাক না দেওয়া সত্ত্বেও তালাকের খবর রটে যাওয়া, সেই রটনাকে ভিত্তি করেই জাহানের দ্বিতীয়, তৃতীয় বিয়ে, আজমত মৌলবির জাহানকে বিছানায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, জাহানকে ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে কিস্‌সা শেষ হয়।

আমাদের আলোচ্য উভয় কাহিনির ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে চরিত্র নির্মাণ আলাদা মাত্রা পেয়েছে। এক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে

সাদৃশ্য বর্তমান। 'Heaven Assured' এর মৌলবি দাউদ আর কিস্‌সার নাসিম দুজনেই ধর্মভীরু। ধর্মভীরু মৌলবি দাউদ ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে অস্বীকার করেছেন। স্ত্রী-সংসর্গকে প্রত্যাখ্যান করে, স্বাভাবিক শারীরিক চাহিদাকে অস্বীকার করে তিনি শুষ্ক ধর্মচর্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি জানেন, তাঁর এই কঠোর সংযম, ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা, তাকে জান্নাতের সুখ দেবে। যাবতীয় কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতে 'হুর' থাকবে। এই আশায়, বাস্তব জীবনে যাবতীয় শারীরিক কামনা-বাসনা, চাহিদাকে সচেতনভাবেই দমন করেছেন। কিন্তু স্বাভাবিক যৌন খিদে জমা হতে থাকে অবচেতন মনে। বাস্তবের অবদমিত কামনা-বাসনা, শারীরিক চাহিদাগুলি মনের অবচেতনে সযত্নে লালিত হয়েছে। আর তারই বহিঃপ্রকাশ দেখি স্বপ্নের মাধ্যমে।

> "He was finally bowled by the coquetry of one of the houris. He skipped quickly into her closet and tightly embraced the divine creature. Their lips were still to be sealed together when loud laughter broke out behind him. Just as a wave of anger washed over the Maulana at this most ill-timed laughter, his dream broke and his eyes opened. The sun had risen. The Maulana was lying on his stomach on the ja-namaj, hugging the holy book to his chest. His wife was standing close by, laughing."[৩]

অন্যদিকে দ্বিতীয় কাহিনির অন্যতম প্রধান চরিত্র নাসিম। স্ত্রীর জাহানের সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল, সেই সঙ্গে অধিকারবোধ। যদিও নাসিমের কাছে অধিকারবোধ আসলে বিবাহ অর্থ স্ত্রীর শরীরের ওপর অধিকার। আমরা কাহিনিতে জাহানকে চড় বা লাথি মারার মধ্যে সেই অধিকার বোধের ভাবনা কার্যকর হতে দেখি। ফল স্ত্রী বিচ্ছেদ, জাহানের পিত্রালয়ে গমন। এখানে তাদের সম্পর্কের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় 'ego'। আবার, স্ত্রী বিচ্ছেদের ফলে নাসিমের মধ্যে কামোত্তেজনার প্রসঙ্গটাই বেশি করে দেখা দিয়েছে। কিস্‌সার প্রথমে কয়েক রাতের সঙ্গমরত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মভীরু নাসিমের কাছে এই স্বপ্ন গ্লানি তৈরি করলেও, সে বারবার একই স্বপ্ন দেখে এবং ততদিন পর্যন্ত দেখে যতদিন না হুসনা আরার সঙ্গে তার নিশি যাপন ঘটছে। তার এই Deep Desire যখন হুসনা আরার মাধ্যমে পূর্ণ হচ্ছে, তখনই তার সঙ্গমরত স্বপ্ন দেখা বন্ধ হচ্ছে। ধর্মভীরু নাসিমের কাছে স্বপ্ন দেখা এবং হুসনাআরার সঙ্গে মিলিত হওয়া– উভয়ই অনৈতিক। কিন্তু অবচেতনের কামনাকে উপেক্ষা করার মতো ক্ষমতাও তার নেই। তাই ধর্মভীতি আর শারীরিক কামনা পূরণের দ্বৈত সংকটে

অবচেতন মনের ক্রিয়া বাস্তবতা পায়। তার আচরণের মধ্যেও অবচেতন মনের অবদমিত কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ব্লাউজ নাড়াচাড়া করা হুসনাআরার নূপুর কুড়িয়ে পাওয়া, সেটিকে লুকিয়ে রাখা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর দুগ্ধ মাখা ব্লাউজ নাড়াচাড় এবং তা ফেরত দিতে যাওয়া ইত্যাদি কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তার অবচেতন মনের কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই সব অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে তার চেতন মন তাকে সাবধান করলেও, অবচেতনের দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বারংবার।

আবার, পুরুষ চরিত্রগুলির তুলনায় নারী চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তব এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। 'Heaven Assured' গল্পে একটি মাত্র নারী চরিত্র রয়েছে। তিনি দাউদ মৌলবির স্ত্রী, গল্পে তাঁর নাম ব্যবহার করা হয় নি। তিনি জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ থেকে বাইরে যাননি। স্বামীর কাছ থেকে শারীরিক চাহিদা পূরণের স্বাভাবিক আবেদন জানিয়েছেন। স্বামীর শুষ্ক ধর্মচর্চার বিরুদ্ধে হুঙ্কারও করেছেন। তাঁর প্রতি স্বামীর অবহেলাকে তিনি বিদ্রূপও করেছেন। এমনকি স্বপ্নের মধ্যে তাঁর স্বামীর কামনা জড়িত অভিব্যক্তি দেখে তিনি হাসি দমন করতে পারেননি। তাঁর হাসির মধ্যেও আসলে বিদ্রূপ এবং একই সঙ্গে প্রতিশোধের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে কিস্‌সায় অন্যতম নারী চরিত্র জাহান। তিনি বাস্তববাদী, তবে স্বামীর কাছ থেকে মিথ্যা তালাক পেয়ে তার কোনো প্রতিবাদ জানান না। সাময়িকভাবে তার দুঃখ হয় বটে। কিন্তু অচিরেই তা ঘুচিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে থাকে। আর একজনের বিছানার সঙ্গী হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে সে। তালাকপ্রাপ্ত নারী হয়েও নিজের দৈহিক পারিপাট্যের দিক থেকে অবিবাহিতা নারীর ভূষণে নিজেকে মানানসই করার প্রস্তুতি করতে থাকে। এবং তারপরই সে চুড়িওয়ালার স্ত্রী হয়। কিন্তু এরপর থেকেই পুরুষ জাতির প্রতি জাহানের ক্ষোভ প্রকাশিত হতে থাকে। মিথ্যা তালাকের কার্যকর্তা এই পুরুষ শ্রেণির প্রতিনিধি, চুড়িওয়ালাকে সে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী। তাকে সারারাত নালি ঘরে পাঠিয়ে দেয়, কিস্‌সা শোনার জন্য। দিনের বেলা ঘুমন্ত চুড়িওয়ালাকে দেখতে যখন মানুষ রাস্তায় নামে, জাহানের আত্মতৃপ্তি ফুটে ওঠে তার চেহারায়। চুড়িওয়ালার কাছ থেকে তালাক পেয়ে যখন কানাবেগুনওয়ালার স্ত্রী হয়, সেখানেও সে নিজের একটা 'স্পেস' খুঁজে নেয়। সন্ধ্যার সময় অবাস্তবের বিচরণের মধ্য দিয়ে সে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়। কানাবেগুনওয়ালাকে 'ফেক' মৌলবি সাজিয়ে ঘোরায়। এর মধ্য দিয়েও তার একধরনের আত্মতৃপ্তি বোধ কাজ করে। তার এই অবাস্তব বিচরণের মধ্য দিয়েই নিজেকে যাপন করার অবসর সে খুঁজে নেয়। কিস্‌সার অন্য আর একটি নারী চরিত্র যুবতি দাদি হুসনাআরা। হুসনাআরার বৃদ্ধ স্বামী, তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারে না। তবে তিনি

দৈহিক আবেদনকে এড়াতে পারেনি। তিনি বাস্তবের সামাজিক রীতিনীতির বাধাকে উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে হাজির হয়েছে নাসিমের বিছানায়। উপভোগ করেছেন শারীরিক খিদেকে। হুসনাআরার কামনাসুলভ অভিব্যক্তি প্রমাণ। হুসনাআরাকে কোনো বাধাই আটকাতে পারেনি।

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে লিখিত কাহিনি দুটি মানুষের অবদমিত যৌনকামনার বহিঃপ্রকাশকে তীব্র শ্লেষের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করেছে। চেতন মনের অবদমিত যৌনকামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। 'Heaven Assured' গল্পের মৌলবি দাউদ নিজের কামনা-বাসনাকে স্তিমিত করে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। পারলৌকিক সুখের আশায় স্ত্রী বর্জিত ধর্মচর্চায় তিনি জাগতিক ক্ষুধাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, কিস্‌সার নাসিমের সঙ্গমরত স্বপ্ন এবং হুসনা আরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে অবচেতনের কামনাকে বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই অবচেতন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের শারীরিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি এখনও মান্যতা পায়নি। দুটি কাহিনিতেই পুরুষের কামনা পূরণের ক্ষেত্রে চেতন-অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি নারীর সামাজিক এবং ধর্মীয় ফতোয়াপূর্ণ জীবনে নিজস্ব যাপনের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। আমাদের সমাজ জীবনে এখনও নারীর সামাজিক মর্যাদা বা শারীরিক ক্ষুধা বা ধর্মচর্চার সমানাধিকার স্বীকার করা হয় নি। শতাব্দীর দুই প্রান্তে, ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে, ভিন্ন ভাষায় লেখা এই দুটি কাহিনি সেই অসাম্যকেই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। তাই স্বামী বিরহী জাহান পিত্রালয়ে গিয়ে বিচ্ছেদজনিত বেদনা অনুভব করলেও, দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ার বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। মৌলানা দাউদের স্ত্রী শবেকদরের রাতে স্বামীর মতো জান্নাতের লোভে শারীরিক কষ্টের মধ্যে উপাসনায় মগ্ন না থেকে ঘুমোতে চলে যায়। নাসিমের 'বড় ভাবি' রাবেয়া নারী লোলুপ আজমত মৌলবিকে 'গাড়োয়ানের ব্যাটা' বলে অসম্মান প্রদর্শন করে।

অবদমিত যৌনকামনার দুটি কাহিনিতেই যখনই ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছে, বিকৃতরূপ ডানা মেলেছে জনমানসের অভ্যন্তরে, তখনই সমাজে ঘোর অমানিশা নেমে এসেছে। সাহিত্যিকের কলমে তার শিল্পসম্মত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে ঢুকে থাকা নানা পৌত্তলিকতা নানা আগাছার নির্মূল করতে বহু সময়ই সচেতন মানুষ প্রতিবাদ করেছেন। সাহিত্যের অন্দরেও তার স্বচ্ছন্দ অভিপ্রকাশ প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের জটিল নাগপাশে মুসলমান মেয়েদের করুণ পরিস্থিতির কথা তাঁরা কলমের আঁচড়ে জনসমক্ষে এনেছেন।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ-এর 'নাযমী' প্রেস থেকে সাজ্জাদ জাহির, আহমদ আলী, মুহাম্মদুজ্জাফর, রশীদ জাহান –এর সম্পাদনায় নয়টি গল্প এবং একটি একাঙ্ক নাটকের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। নাম 'আঙ্গারে'। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে বিশেষ ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বইটি ব্যান করে দেন এবং সমস্ত কপি নষ্ট করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালে ওমর রইস লণ্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে বইটির একটি মাইক্রো ফিল্ম সংগ্রহ করে আনেন। বইটি মূল উর্দু ভাষাতেই পুনঃপ্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। ২০১৪ সালে বিভা চৌহান এবং খালিদ আলভি, বইটির ইংরেজি তরজমা প্রকাশ করেন। আমরা ইংরেজি তর্জমাটিই এক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি। এই সংকলনের তৃতীয় গল্প, সাজ্জাদ জাহিরের (১৮৯৯-১৯৭৩) লেখা 'Jannat ki Bashrerat', যার ইংরেজি তরজমা 'Heaven Assured'।

২। ১৯৯৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত আফসার আমেদ মোট ছটি কিস্‌সা লেখেন। কিস্‌সা সিরিজের এই উপন্যাসগুলিতে বাঙালি মুসলমান জনজীবন, বিশেষ করে মুসলমান নারীর কথা উঠে এসেছে। সামাজিক এবং ধর্মীয় ঘেরাটোপের মধ্যে মুসলমান নারীর যন্ত্রণাকেই এই কিস্‌সাগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের আলোচ্য কিস্‌সাটি তাঁর প্রথম কিস্‌সা।

৩। Vibha S. Chauhan, 'Angarey', Delhi, Rupa Publication, 2014. P. 24

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

- আফসার আমেদ, 'কিস্‌সা সমগ্র', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬
- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে', কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১০
- পুষ্পা মিত্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা', কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৭
- Vibha S. Chauhan, 'Angarey', Delhi, Rupa Publication, 2014